দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... 5

ঢাকা ঃ রোববার ১৩ ভাদ্র, ১৩৯৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ছাত্র রাজনীতি ঃ জাতীয় সংসদের ভূমিকা

রাজনীতি জীবনের মতই সত্য। রাজনীতি প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। ছাত্ররাও নাগরিক। সুতরাং রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ অবধারিত। রাজনীতিবীদরা দেশ ও জাতির সমগ্রীক কল্যাণের লক্ষ্যে রাজনীতি করেন। তাদের সহযোগী হিসেবে ছাত্ররাও তাদের ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক। দেশ-জাতি-রাষ্ট্র থেকে ছাত্র সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন জনগোষ্ঠী নয়। সুতরাং দেশের জন্য দশের জন্য তারাও কথা বলবে। এটাই প্রত্যাশিত।

কিন্তু সব প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। আমাদের গোটা ছাত্র সমাজ আমাদের প্রত্যাশার বিপরীত কার্যক্রমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত গোটা শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রীক পরিবেশ ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর যে কোন নাগরিক বলবেন আমরা ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। আমাদের ভবিষ্যত সন্তানরা হানাহানি, মারামারি, অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলার প্রান্তিক সীমায় উপনীত হয়েছে। তারা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। গোটা দেশের শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্মম হত্যা আর অস্ত্রের ঝনঝনানীর মুখে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ রয়েছে, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দু'পক্ষের মারামারির কারণে একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ছুটি ঘোষিত হয়েছে। অন্যসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মারামারি অরাজকতা নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। পিতামাতার স্নেহলালিত আশার ধন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কখনও বোমাবাজীতে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে তার দেহ। মিটিং, মিছিল, হরতাল হচ্ছে ছাত্রদের নিত্যদিনকার কর্মসূচী। ১২ মাসে একমাসও পুরো ক্লাস হয়নি— এমন উদাহরণ রয়েছে আমাদের সামনে। পরীক্ষা ৭ বার পিছানোর পরেও অনুষ্ঠিত না হওয়ার নজির আছে এখানে। আর এসবই হচ্ছে ছাত্র রাজনীতির অবাধ ও লক্ষ্যহীন কার্যক্রমের ফলে। অথচ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও শিক্ষক সম্প্রদায় এ ব্যাপারে নির্বিকার ও নিরুপায়। জাতির ভবিষ্যত ছাত্র সম্প্রদায়ের এই শোচনীয় পরিণতির কথা ভেবেও তারা কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখনই যার ছাত্র সংগঠনটি অন্য সংগঠন দ্বারা মার খাচ্ছে ঠিক তখনই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বিরুদ্ধে 'তীব্র নিন্দা' জ্ঞাপন করছেন। বুদ্ধিজীবীরা খুব সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে গেলে বিবৃতি দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। শিক্ষকরা প্রায়ই সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এসব ব্যক্তি ও শ্রেণী রাজনৈতিক স্বার্থচিন্তা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং মতদ্বৈততার উর্ধ্বে উঠে কিছু করতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট এরশাদ একটি ব্যতিক্রম। প্রেসিডেন্ট অতি সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে টিভি ও বেতার ভাষণে তার রাজনৈতিক সংগঠনের ছাতর শাখাটির বিলুপ্তি ঘোষণা করে সত্যিই একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। সুতরাং বিবেকবান নাগরিকেরই উচিত প্রেসিডেন্টের এ সদিচ্ছাকে স্বাগত জানান।

আমাদের তাল তাল এবং বেলকে বেল বলার সৎসাহস থাকা উচিত। এ দেশে সরক[illegible] বিরোধিত[illegible] সাংবা[illegible] বুদ্ধি[illegible] আক্র[illegible] বা কর[illegible] প্রশংসা [illegible] চামচা হিসে[illegible] নিজস্ব লবি ছাড়[illegible] মেলে [illegible]

সেটিই ছিল সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ছাত্র সংসদ বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীকালে ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারারই অনুসরণ করে ক্ষমতাসীন দল। এ ক্ষেত্রে ফলাওভাবে তাদেরকে দায়ী করা সম্ভবতঃ ঠিক হবে না। যারা এদেশে রাজনীতি করেন তাদের এ ছাড়া বিকল্প আছে কি-না তাও কিন্তু ভাববার বিষয়। ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সংবেদনশীল পারিপার্শ্বিকতা এবং কৌশলগত অসুবিধে রয়েছে আমরা সবাই তা জানি। দেরীতে হলেও প্রেসিডেন্ট এরশাদ এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি বিরল সিদ্ধান্ত। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এদেশে রাজনৈতিক উত্থান পতনের ধারক ও বাহক হচ্ছে ছাত্র সমাজ। ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতির ফলশ্রুতিতেই আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। '৭২ সালে জাসদ ছাত্রলীগের প্রবল আন্দোলনের মুখে মুজিববাদী ছাত্র লীগই সরকারকে রক্ষা করে। জিয়া সরকারও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছাত্র রাজনীতি বৈধ করে এবং তারাই প্রথম ছাত্র নেতাদের

আবদুল লতিফ মাসুম

মন্ত্রীত্ব প্রদান করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ২ দিন পরে জিয়া আমলের একজন অসন্তুষ্ট ছাত্র নেতা স্বতস্ফূর্তভাবে গৃহীত কার্যক্রমের স্বপক্ষে বিবৃতি দেয়। তারপরের ঘটনা রোজনামচার মতই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সরকার বিরোধী যে চিরায়ত হাওয়া শিক্ষাঙ্গনে বইছে তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার জন্যই শিক্ষাঙ্গনে সরকারের লোকজন থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু কারোই সীমা লংঘন করা উচিত না। তার কারণ সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অস্বীকার করে লাভ নেই বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রতিকালে যা ঘটছে তা সহ্য-ধৈর্যের সীমা লংঘন করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ বিরোধীপক্ষ এবং দ্বিতীয়তঃ সরকার পক্ষ বাড়াবাড়ির দায়ে দোষী। বিরোধীপক্ষ যদি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অস্ত্রাগারে এবং কলেজগুলোকে বারুদাগারে পরিণত না করতেন তাহলে সরকারকে তা মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো না। কেউ ঘরে আগুন দেবে আর কেউ নির্বিঘ্নে তামুক খাবে তাতো হয় না। সবারই জানা উচিত 'পাপে পাপ আনে পুণ্যে আনে সুখ।'

যে সমস্ত ছাত্ররা ঝুঁকি নিয়ে সরকার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে তারা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হবেন এটাই স্বাভাবিক। এমনিতেই ছাত্র সমাজে সরকার নাজুক অবস্থানে রয়েছেন। তবুও প্রেসিডেন্ট দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতির ভবিষ্যত সন্তানদের স্বার্থে একটি সাহসী এবং ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মানুষ যখন গদীর আশায় অস্থির তখন এই একটি মানুষ তথাকথিত আন্দোলনমুখর পরিবেশে ছাত্রদের [illegible] বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিলেন। তিনি আহবান জানিয়েছেন, অন্য সব দলই যেন তাদের স্ব স্ব ছাত্র সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। এক বিশেষ স্বভাবের লোকেরা নাকি ধর্মের কাহিনী শোনে না। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে করি না। বিশেষতঃ যাদের রাজনীতিই হচ্ছে ছাত্র সম্প্রদায় কেন্দ্রিক, তারা কি করে তাদের ছাত্র সংগঠন বিলুপ্তির কথা বলবেন?

তারা যদি ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে কথা বলেন, তাহলে তাদের হরতাল করবে কারা? বোমা বানিয়ে মারা যাবে কারা? লাঠিসোটা রামদার মহরা দিবে কারা? না, এই সব মহৎ কর্ম যে কেবলমাত্র বিরোধীদলই করে থাকে তা নয়। সুতরাং আজকের বিবেকবান মানুষের প্রত্যাশা শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখা।

অনেকে যুক্তি তুলবেন রাজনীতিতে অসুস্থ কিছু নয়। যারা অসুস্থ করে তোলে তারাই অস্থিরতার জন্য দায়ী। সুতরাং ক্যাম্পাস রাজনীতিমুক্ত না করে বরং সুস্থ রাজনীতি বিকাশের চেষ্টা চালানো [illegible]। এ রকম প্রস্তাবের জবাবে বলবো, দিনে দিনে রোগ এতই জটিল হয়েছে যে, ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না। চাই অপারেশন। আর যদি অপারেশন করা না হয় তাহলে পচন ধরবে সারা শরীরে। রোগী মারা যাবে অকালে।

কিছু লোক আছে যারা 'কুসুমে কীট গন্ধে' বিষ' গোজেন। প্রেসিডেন্টের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কিত ঘোষণার অব্যবহিত পরে কিছু বিবৃতি এবং কিছু মুখপাত্র এর মধ্যে 'সুগভীর ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার করেছেন। যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। সুতরাং তাদের কাছে এরশাদের সৎ ও আন্তরিক সিদ্ধান্তের কোন মূল্য থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট সাহস দেখিয়ে টিকে আছেন, আর বিরোধী নেতারা সে রকম সাহস দেখাতে গেলে অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলবেন।

শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা এতই প্রবল যে এটা জাতীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের ন্যূনতম চেতনাবোধ চাই। এ সমস্যা সমাধানে সাধারণ ঐক্যমত চাই। প্রয়োজনে এ জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপ বা গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন হতে পারে। জাতীয় সংসসদের শিক্ষা কমিটিতে সব দল ও মতের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সুতরাং সংসদীয় কমিটি শিক্ষার পরিবেশকে সুস্থ সুন্দর করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।